উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক
The Largest Circulated Bengali Daily in North-East India

দৈনিক সংবাদ
DAINIK SAMBAD

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, মঙ্গলবার, ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ | সাত | Page : 07

ইকফাইয়ে শুরু হলো নর্থ ইস্ট ইয়থ ফেস্টিভ্যাল

আগরতলা

২৭ জানুয়ারী ঃ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায়, ইকফাই ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা ক্যাম্পাসে ২৭ জানুয়ারী থেকে শুরু হলো ৩৮তম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নর্থ ইস্ট জোন ইয়থ ফেস্টিভ্যাল "তরঙ্গ উৎসব" যা চলবে ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত। উৎসবটি অনুষ্ঠানিকভাবে ২৭ জানুয়ারী সকালে অংশগ্রহণকারী সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজারদের মিটিং এবং পরবর্তীকালে যুব, ক্রীড়া, সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় কর্তৃক পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা শুরু হয়।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির পর্যবেক্ষক, টেকনিক্যাল অবজারভার এবং ভূরি মেম্বারগণ উপস্থিত ছিলেন। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর (ড.) দ্বিপুর হালদার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উক্ত এই উৎসবে আগত সকল অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান এবং এ ধরনের উৎসব পরিচালনা করার জন্য এআইইউর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মন্ত্রী টিংকু রায় তার ভাষণে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে তার মূল্যবান চিন্তাধারা নিয়ে ছাত্র ও অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন।

প্রধান উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় বিকেল চারটায় যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটর ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, বিশেষ অতিথি হিসাবে এআইইউর অতিরিক্ত সচিব, মমতা রাণী আগরওয়াল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেমন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি পর্যবেক্ষক, কারিগরি পর্যবেক্ষক, ভূরি সদস্যরা এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্রতন্ত্রে উপস্থিত অধ্যাপক (ড.) দ্বিপুর হালদার এবং রেজিস্ট্রার ড. এ রঙ্গনাথ প্রমুখ। ড. দীপক মিশ্র তার ভাষণে জানান যে উৎসবটি ইতিমধ্যেই সর্বাধিক সংখ্যক অংশগ্রহণের ইতিহাস তৈরি করেছে এবং এই কৃতিত্বের জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার প্রতি তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উত্তর পূর্ব ভারতের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০২ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী ১৮টি পৃথক ইভেন্টে অংশ নেবে যার মধ্যে রয়েছে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, থিয়েটার, চারুকলা, সাহিত্য ইত্যাদি। এই যুব উৎসব হলো প্রতিভা প্রদর্শনের একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চ যেখানে ছাত্রছাত্রীগণ দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে ঐক্যের চেতনা উদ্ভোদিত করার সুযোগ পায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এ রঙ্গনাথের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয় এবং তিনি অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

Dainik Sambad 29/01/2025 8x20

ইকফাই-এ শুরু হল এআইইউ পরিচালিত ইন্টার ইউনিভার্সিটি নর্থ-ইস্ট ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
শিলচর, ২৮ জানুয়ারি

অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ইকফাই ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা ক্যাম্পাসে ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় ৩৮তম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নর্থ ইস্ট জোন ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল 'তরুণ উৎসব'। যা চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২৭ জানুয়ারি সকালে অংশগ্রহণকারী সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজারদের মিটিং এবং পরবর্তীতে ত্রিপুরার যুব, ক্রীড়া, সমাজকল্যাণ ও সমাজ-শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায় কর্তৃক পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির পর্যবেক্ষক, টেকনিক্যাল অবজারভার এবং জুরি মেম্বাররা উপস্থিত ছিলেন। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. বিপ্লব হালদার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উৎসবে আগত সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানান। এধরনের উৎসব পরিচালনার জন্য এআইইউর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। মন্ত্রী টিংকু রায় তাঁর ভাষণে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে ছাত্র ও অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন। যুবকদের মাধ্যমে দেশকে বিকশিত ভারত হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বের যুবকদের কৃতিত্বের জন্য তিনি আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শিত উত্তর-পূর্বের বৈচিত্র্য এবং বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে একতা প্রদর্শনের একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা জুরি সদস্যদের সামনে ও মঞ্চে পরিবেশিত হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় বিকেল চারটায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটর নাল্লু ইন্দ্রসেনা রেড্ডি। বিশেষ অতিথি এআইইউর অতিরিক্ত সচিব মমতা রানি আগরওয়াল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির পর্যবেক্ষক, কারিগরি পর্যবেক্ষক, জুরি সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে উপাচার্য অধ্যাপক ড. বিপ্লব হালদার এবং রেজিস্ট্রার ড. এ রঘুনাথ প্রমুখ। ড. দীপক মিশ্র তাঁর ভাষণে বলেন, উৎসবটি ইতিমধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অংশগ্রহণের ইতিহাস তৈরি করেছে এবং এই কৃতিত্বের জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার প্রতি তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ড. [illegible] বলেন, প্রাণবন্ত উত্তর-পূর্বের যুবকদের মধ্যে বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সৃজনশীলতা এবং দক্ষতা রয়েছে। বিশেষ অতিথি ড. মমতা রানি আগরওয়াল তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ভারত' শব্দটির তাৎপর্য হল জ্ঞান-প্রাণ এবং তালের সম্মিলন, যা ঐতিহ্যগতভাবে সংস্কৃতির চিন্তা, ছন্দ এবং সুর। প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল নাল্লু ইন্দ্রসেনা রেড্ডি উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে যুবকদের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচারের মাধ্যমে এই জাতীয় যুব উৎসব পরিচালনা করার জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত করতে তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আগামী ২৫ বছর কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০২ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী ২৮টি বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেবে। যার মধ্যে অন্যতম হল সংগীত, নৃত্য, নাটক, থিয়েটার, চারুকলা, সাহিত্য ইত্যাদি। এই যুব উৎসব হল প্রতিভা প্রদর্শনের একটি অবিশ্বাস্য মঞ্চ, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে ঐক্যের চেতনা উন্মোচিত করার সুযোগ পায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এ রঘুনাথের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয়। এদিনের অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

Yugashankha 29/01/2025 16x20

এ ইকফাইদা আই য়ু ইন্তর য়ুনিভর্সিতি নোর্থ ইস্ত য়ুথ ফেস্তিবেল হৌখ্রে

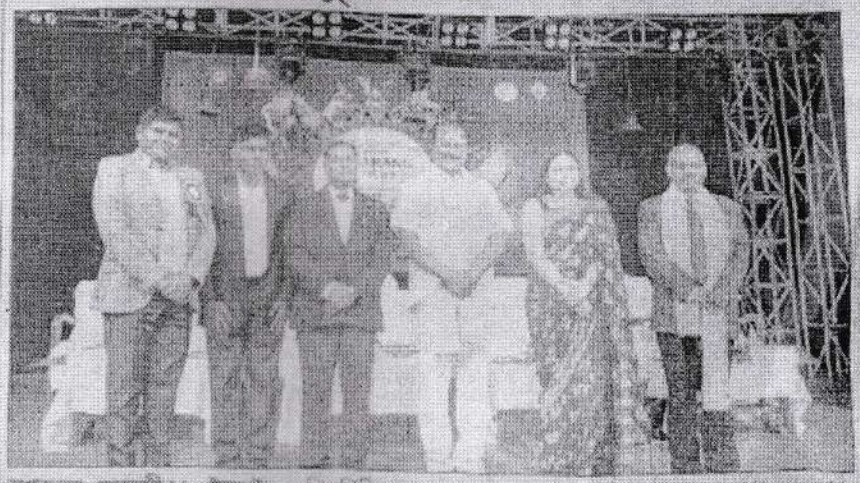

অগরতলা, জনুৱারী ২৮ঃ ইকফাই য়ুনিভর্সিতিনা য়ুথ ওইবুনা 'তরা উত্সব' ৩৮শুবা ইন্তর য়ুনিভর্সিতি নোর্থ ইস্ত জোন য়ুথ ফেস্তিবেল এসোসিএসন অব ইন্দিয়ন য়ুনিভর্সিতিশিংগা [illegible] তরাং থনী হৌখ্রে. ফেস্তিবেল অসি জনুৱারী তা ৩১ ফাওবা চংশিন্নগনি হায়রি।

ফেস্তিবেল অসি হৌবা [illegible] [illegible] মসিদা মিনিস্ত্রি অব য়ুথ এফেয়র্স এন্দ স্পোর্টস, সোসিএল জস্তিস এন্দ সোসিএল এম্পাৱরমেন্ট, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ত, [illegible] [illegible] হৌখ্রে।

Phuknopam 29/01/2025 12x16